20

দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ 3 0 AUG
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৬

কিছুসংখ্যক অধ্যক্ষের অনীহা ॥

কলেজগুলোতে কম্পিউটার কোর্স চালু করা যাচ্ছে না

শরিফুজ্জামান পিন্টু

অবিশ্বাস্য হলেও সত্য দেশের বেশ ক'টি সরকারী কলেজের অধ্যক্ষ কম্পিউটার কোর্স চালু করতে চান না। সরকারের সদিচ্ছা ও সহযোগিতা সত্ত্বেও এসব অধ্যক্ষ হাত গুটিয়ে বসে আছেন। খবর সংশ্লিষ্ট সূত্রের।

দেশের বিভিন্ন কলেজে সরকারের দেয়া কম্পিউটার অব্যবহৃত থাকছে বা অপব্যবহার হচ্ছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। এসব কলেজে দু'তিন বছর পার হলেও কম্পিউটারের প্যাকেট পর্যন্ত খোলা হয়নি। অন্যদিকে যে সব কলেজে একাদশ শ্রেণীতে কম্পিউটার বিজ্ঞান চালু করা হয়েছে সেখানে শিক্ষার্থীদের মধ্যে ব্যাপক সাড়া পড়েছে।

জানা যায়, সরকার বেশ কয়েকটি প্রকল্পের মাধ্যমে কম্পিউটার শিক্ষার বিকাশ ঘটাতে চাইলেও ইতিবাচক সাড়া মিলছে না। যুগের চাহিদা উপেক্ষা করে একশ্রেণীর সরকারী কলেজের অধ্যক্ষ কম্পিউটার শিক্ষা থেকে শিক্ষার্থীদের বঞ্চিত করছেন। অনুসন্ধানে জানা যায়, এসব অধ্যক্ষ চাকরি জীবনের শেষপ্রান্তে। কর্মজীবনের শেষপ্রান্তে এসে তাঁরা কম্পিউটার কোর্স চালু করতে পিছুটান দিচ্ছেন। এ কোর্স চালুকে তাঁরা মনে করছেন বাড়তি ঝামেলা। এছাড়া তাঁরা পুরনো ধ্যান-ধারণা আঁকড়ে আছেন।

'নির্বাচিত কলেজে কম্পিউটার বিজ্ঞান কোর্স প্রবর্তন ও শিক্ষক প্রশিক্ষণ প্রকল্প' সম্পর্কে জানা যায়, এ প্রকল্প বাস্তবায়নে একশ্রেণীর অধ্যক্ষ প্রধান অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছেন। বার বার অনুরোধ ও যাবতীয় সহযোগিতা প্রদান সত্ত্বেও এসব অধ্যক্ষ কম্পিউটার বিজ্ঞান কোর্স চালু করছেন না। '৯৫ সাল থেকে প্রকল্পের কাজ শুরু হবার কথা থাকলেও তা শুরু হয়েছে '৯৭ সাল থেকে। প্রকল্পের জন্য বরাদ্দ হয়েছে ২৬ কোটি ৬৮ লাখ টাকা। জেলা সদরে একটি পুরুষ ও একটি মহিলা কলেজে কম্পিউটার কোর্স চালুর লক্ষ্যে এ অর্থ বরাদ্দ করা হয়।

জানা যায়, প্রকল্পের আওতায় ইতোমধ্যে ৫৬টি কলেজে কম্পিউটার বিজ্ঞান কোর্স চালুর যাবতীয় প্রস্তুতি সম্পন্ন হয়েছে। এসব কলেজে পাঁচটি কম্পিউটার, ল্যাবরেটরি, ফার্নিচার, বই-পুস্তক, তিনটা প্রিন্টার, ইউপিএস ও দু'জন শিক্ষক দেয়া হয়েছে। কিন্তু একশ্রেণীর কলেজ অধ্যক্ষ কম্পিউটার কোর্স চালু না করে হাত গুটিয়ে বসে আছেন। তাঁদেরকে বার বার চিঠি দেয়া সত্ত্বেও তাঁরা বিষয়টি কেয়ার করছেন না।

অন্যদিকে বেশকিছু সরকারী কলেজে কম্পিউটার বিজ্ঞান কোর্স জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। বিশেষ করে মহিলা কলেজগুলোতে এ কোর্সের জনপ্রিয়তা বেশি। পটুয়াখালী মহিলা কলেজ, জয়পুরহাট মহিলা কলেজ, মানিকগঞ্জ মহিলা কলেজ, নোয়াখালী কলেজ ও কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া কলেজসহ বেশ ক'টি কলেজে এ কোর্সে প্রচুর ছাত্রছাত্রী ভর্তি হয়েছে। যাবতীয় সুযোগ-সুবিধা দেয়া ৫৬টি কলেজে এ বছরই পাঁচ সহস্রাধিক ছাত্রছাত্রী কম্পিউটার কোর্সে ভর্তি করা সম্ভব বলে জানা যায়।

এদিকে সরকারের সহযোগিতায় কম্পিউটার কোর্স চালুর লক্ষ্যে গ্রহণ করা আরও একটি প্রকল্প মুখ থুবড়ে পড়েছে। সরকার ১৬টি কমার্শিয়াল ইনস্টিটিউটে কম্পিউটার প্রশিক্ষণের উদ্যোগ নেয়। এর মধ্যে বিভাগীয় সদরে প্রতি ইনস্টিটিউটে ১৫টি কম্পিউটার ও জেলা সদরে প্রতি ইনস্টিটিউটে ১০টি কম্পিউটার দেয়া হয়। কিন্তু দু'তিনটি ছাড়া কোন ইনস্টিটিউটে কম্পিউটারের বাক্সই খোলা হয়নি। এর ফলে অনেক কম্পিউটার নষ্ট হয়ে গেছে।

কমার্শিয়াল ইনস্টিটিউট ও কলেজগুলোতে একবার কম্পিউটার নষ্ট হলে তা সাধারণত মেরামত করা হয়নি। সরকার মেরামতের জন্য কোন ফান্ড দেয়নি— এ অজুহাতে কম্পিউটারগুলো পরিত্যক্ত অবস্থায় পড়ে থাকে। এদিকে কম্পিউটার কোর্স খুলতে গিয়ে কোন কোন কলেজ অনাকাঙ্ক্ষিত ঝামেলায় পড়ে বলে অভিযোগ রয়েছে। নতুন বিভাগ খুলতে হলে শিক্ষা বোর্ডের কলেজ পরিদর্শকের রিপোর্ট প্রয়োজন হয়। এরপর মন্ত্রণালয় অনুমোদন দেয়। কিন্তু কোন কোন কলেজের অধ্যক্ষ কলেজ পরিদর্শককে খুশি করতে না পারায় পরিদর্শক রিপোর্ট প্রদানে গড়িমসি করে।

কম্পিউটার শিক্ষা বিকাশের এসব অন্তরায় সম্পর্কে কথা হয় নির্বাচিত কলেজে কম্পিউটার কোর্স প্রবর্তন প্রকল্পের পরিচালক প্রফেসর মোঃ আব্দুল কাদেরের সাথে। তিনি জানান, বিশ্ব জুড়ে কম্পিউটারে দক্ষ জনশক্তির যে চাহিদা তাতে আমাদের বসে থাকার সময় নেই। তাছাড়া খোদ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী চাচ্ছেন কম্পিউটার শিক্ষার বিকাশ ঘটাতে। তাই কোনরকম অবহেলা না করে যুগের চাহিদা অনুযায়ী সুযোগ পেলেই আমাদের দক্ষ জনশক্তি তৈরির কাজে লেগে যেতে হবে। তিনি আরও বলেন, দু'হাজার সালের পর এমন কোন ক্ষেত্র থাকবে না। যেখানে কম্পিউটারের প্রয়োজন হবে না। এ কথা ভেবে আমাদের দ্রুত অগ্রসর হতে হবে।